

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ২০, সাপ্তাহিক ১৬ আগস্ট ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 16 Aug. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 20, Rs. 2

আত্মসংযমেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার বার্তা



নিজস্ব প্রতিবেদন : আত্মসংযম, কর্মযোগ ও আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয়েই জীবনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি অর্জন সম্ভব; এমনই বার্তা দিলেন আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। তাঁর কথায়, শুধু কর্ম নয়, ঈশ্বরচিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে কর্মকে পবিত্র করলেই জীবনে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। শিলিগুড়ির অগ্রসেন ভবনে শুরু হওয়া ‘শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ’ অনুষ্ঠানে রবিবার ভক্তদের ভিড় সেই আধ্যাত্মিক আবহকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ রবিবার শিলিগুড়ির খালপাড়া অগ্রসেন ভবনে শুরু হওয়া ‘শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ’ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার মূল দর্শন সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংসারের দায়িত্ব পালন করেও যোগসাধনা, ধ্যান ও ঈশ্বরচিন্তার জন্য

সময় বের করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, আধ্যাত্মিক চেতনা ছাড়া করা কর্ম মানুষকে বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে মানুষ নানা ব্যস্ততায় ডুবে থাকলেও প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঠিকই সময় বের করে নেয়। যেমন, বাড়িতে অতিথি এলে সব কাজ সরিয়ে রেখে তাঁর যত্ন করা হয়। অথচ অনেকেই ধ্যান বা আধ্যাত্মিক সাধনাকে জীবনের জরুরি বিষয় বলে মনে করেন না, তাই তার জন্য সময়ও দেন না। এই মানসিকতার পরিবর্তনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন ও রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২ থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত শ্রী অরবিন্দের ব্যাখ্যায় গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়, অর্থাৎ কর্মযোগের গভীর তাৎপর্য নিয়ে ধারাবাহিক প্রবচন দেন আচার্য অখি

লেশ্বরজী। সোমবার থেকে শুরু হয় সেই বিস্তারিত আলোচনা। প্রতিদিন বিকেল ৪টার পর অনুষ্ঠিত হয় প্রবচন, আর সকালবেলায় একই প্রাঙ্গণে যোগচর্চারও আয়োজন রাখা হয়। ভজন-কীর্তনের সুরে সমগ্র পরিবেশ এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহে ভরে ওঠে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য দিল্লি থেকে আসেন শিল্পী শ্রীদেবজি আর্ঘ্য।

আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজের মতে, আগামী প্রজন্মকে সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি জানান, শিলিগুড়ির মিলনপল্লি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে বর্তমানে বহু তরুণ-তরুণী শ্রী অরবিন্দের দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে আধ্যাত্মিক যোগচর্চায় অংশ নিচ্ছেন, যার ফলে তাদের মনোবল ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৫ আগস্ট শ্রী অরবিন্দের আবির্ভাব তিথিকে সামনে রেখে এই ‘শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ’ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি প্রয়াত রাজীব জৈনের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচার ভাই রাজীব জৈনের জন্মদিন ছিল ২ আগস্ট। সেই দিনটিকেই স্মরণীয় করে তুলতে তাঁর পরিবারের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শিলিগুড়ি খালপাড়া অগ্রসেন ভবন থেকে খবরের ঘন্টার জন্য প্রতিবেদন সোমা দাস।

মার্কশিট নয়, মানুষ গড়াই আসল শিক্ষা



নিজস্ব প্রতিবেদন একজন ভালো মানুষ তৈরি করাই শিক্ষার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য প্রতিটি শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অনন্য প্রতিভার বীজ। নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও স্বপ্ন দেখানোর শিক্ষাই বদলে দিতে পারে ভবিষ্যৎ। সেই দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিয়ে নিজের গড়েছে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরে অবস্থিত মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল। শুধু পরীক্ষার নম্বর নয়, একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র, নৈতিক মূল্যবোধ এবং শৃঙ্খলাই তার প্রকৃত পরিচয়; এমনই বার্তা দিলেন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সামসুল আলম। তাঁর মতে, একটি শিশুকে বড় স্বপ্ন দেখতে শেখাতে হবে। সেই সঙ্গে পরিবারকেও ইতিবাচক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে, কারণ একজন ভালো মানুষের ভিত্তি তৈরি হয় পরিবার ও বিদ্যালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

তিনি বলেন, আজ যে ছাত্র বা ছাত্রী হয়তো শ্রেণিকক্ষের পিছনের বেঞ্চে বসে, ভবিষ্যতে সে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না হলেও একজন সফল ফুটবলার, শিল্পী কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারে। তাই কোনো শিশুর সম্ভাবনাকে কখনও ছোট করে দেখা উচিত নয়। প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে নিজস্ব প্রতিভা, আর সেই প্রতিভা বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাই শিক্ষকদের দায়িত্ব। এই আদর্শকে সামনে রেখেই সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলকে দেশের অন্যতম মডেল সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত করেছেন সামসুল আলম। বর্তমানে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ১৪টি বাস রয়েছে, যা প্রতিদিন গ্রামাঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে স্কুলে নিয়ে আসে এবং আবার বাড়ি পৌঁছে দেয়। বিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে শিশু-বান্ধব পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস এবং আন্তরিক শিক্ষার আবহ। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিজের সম্ভাবনার মতো স্নেহ ও যত্নে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছেন। সামসুল আলমের দাবি, এসব উদ্যোগের ফলেই একটি সরকারি বিদ্যালয় হয়েও মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল আজ বহু বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা করে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উন্নয়ন শুধু অবকাঠামোয় নয়, চাই মানবিকতারও বিকাশ বললেন সুরত দত্ত



নিজস্ব প্রতিবেদন : রাস্তা, সেতু, ভবন; উন্নয়নের দৃশ্যমান চিত্র আজ সর্বত্র। কিন্তু একজন মানুষ যদি প্রকৃত শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ না হন, তবে সেই উন্নয়ন কতটা অর্থবহ? স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এমনই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিত্ব সুরত দত্ত।

দেশের উন্নয়ন শুধু অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। রাস্তা স্তা, সেতু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রকল্প যতই গড়ে উঠুক না কেন, যদি মানুষের মধ্যে মানবিক চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার মানসিকতা তৈরি না হয়, তবে সেই উন্নয়ন কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না; এমনই মত

প্রকাশ করেছেন সুরত দত্ত। তিনি বলেন, প্রকৃত স্বাধীনতার সার্থকতা তখনই, যখন দেশের মানুষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবেন। সমাজে মানবিকতা, সহমর্মিতা, সততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটলেই একটি জাতির প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব।

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ্র (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসিকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ্র

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা শুধু পতাকায় নয়, আমাদের মনেও



১৫ আগস্ট আমাদের গর্বের দিন। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি নয়; এটি একটি দায়িত্বও।

আজ স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, আমরা কি সত্যিই স্বাধীনতার আদর্শকে জীবনে ধারণ করছি?

ঘৃণা, হিংসা, কুসংস্কার, দুর্নীতি, অন্যায় ও অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত না হলে স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না। একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানো, একটি গাছ লাগানো, অসহায়কে সাহায্য করা, শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া কিংবা নিজের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করাও দেশসেবা।

‘খবরের ঘন্টা’ বিশ্বাস করে; ভালো খবর, মানবিকতা ও ইতিবাচক চিন্তার প্রচারও দেশ গঠনের একটি পথ।

এই স্বাধীনতা দিবসে তাই আসুন, শুধু পতাকা উত্তোলন নয়; নিজের হৃদয়েও দেশপ্রেম, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধের পতাকা উত্তোলন করি।

স্বাধীনতা শুধু একটি দিন নয়, স্বাধীনতা প্রতিদিনের অঙ্গীকার।
জয় হিন্দ।

অভ্যাস-যোগ এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে আগুনরূপী মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, শিলিগুড়িতে গীতা জ্ঞান প্রবাহ



প্রতিদিনের অনুশীলন। শ্রী অরবিন্দের মতে, যখন মন বারবার বাইরের আকর্ষণ থেকে সরে নিজের অন্তরে অবস্থানকারী আত্মার দিকে ফিরে আসে, তখন মানুষের চেতনা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। তখন মন আর আগুন হয়ে মানুষকে পোড়ায় না; বরং আত্মার

নিজস্ব প্রতিবেদন এমনই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু, আবার সবচেয়ে বড় শত্রুও। অনিয়ন্ত্রিত মন কামনা, ভয়, আসক্তি, ক্রোধ ও দুঃখের আগুনে মানুষকে দগ্ধ করে। কিন্তু এই মনকে দমন নয়, বরং শুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী করাই গীতার শিক্ষা। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ-এ অর্জুন বলেন, মন অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির ও দুর্নিবার। একে নিয়ন্ত্রণ করা যেন বায়ুকে ধরে রাখার মতোই কঠিন। তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন; ক্ষমাসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। (গীতা ৬.৩৫)

অর্থাৎ, হে অর্জুন, মন অবশ্যই চঞ্চল এবং নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কিন্তু অভ্যাস বা অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করা সম্ভব। শ্রী অরবিন্দ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা বলেন, অভ্যাস মানে শুধু ধ্যানে বসা নয়; প্রতিদিন নিজেকে সত্য, শুভ ও ঈশ্বরমুখী জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনার নিরন্তর প্রচেষ্টা। আর বৈরাগ্য মানে সংসার ত্যাগ নয়; ফলের প্রতি আসক্তি, অহংকার, লোভ ও স্বার্থপরতা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া।

এই অভ্যাসের মধ্যে থাকতে পারে--নিয়মিত ধ্যান ও প্রার্থনা, গীতা, উপনিষদ বা মহাপুরুষদের বাণী পাঠ, দান, সেবা ও মানবকল্যাণের কাজ, ভালো কাজকে উৎসাহ দেওয়া, সং ও মহৎ মানুষের সঙ্গে গ্রহণ বা সংসঙ্গ, নিজের চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে শুদ্ধ করার

আলোয় আলোকিত হয়ে শান্তি, শক্তি ও আনন্দের বাহন হয়ে ওঠে।

সুতরাং শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল শিক্ষা হলো; মনকে জোর করে দমন করা নয়, বরং অভ্যাস, বৈরাগ্য, সংসঙ্গ, সেবা ও ঈশ্বরচিন্তার মাধ্যমে তাকে আত্মার দিকে পরিচালিত করাই প্রকৃত যোগ এবং প্রকৃত মুক্তির পথ।

শুক্রবার শিলিগুড়ি খালপাড়ার অগ্রসেন ভবনে এ বিষয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা মেলে ধরেন আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর সহযোগিতায় এই গীতা জ্ঞান প্রবাহ আয়োজন করেছে। সেখানে মহান শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে শুক্রবার ওই বক্তব্য মেলে ধরেন। ২ আগস্ট থেকে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান, চলে ৮ আগস্ট পর্যন্ত।

আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ সঙ্গীতের সঙ্গে এমন ভাবে গীতার বিভিন্ন দিক সহজেই ব্যাখ্যা করছেন যা সকলের মধ্যে দাগ কাটছে। প্রবচন শুরুর আগে বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচার গভীর সব আধ্যাত্মিক প্রশ্নেরও সহজ সরল জবাব দেন আচার্য অখিলেশ্বরজী। শুক্রবার সঞ্জয় গোলেচা তার প্রয়াত ভাই রাজীব জৈন এর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিবেদন করে একটি কবিতাও পাঠ করেন।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো নিয়ন্ত্রণহীন মন, শিলিগুড়িতে গীতা জ্ঞান প্রবাহ



নিজস্ব প্রতিবেদন : শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় বা ধ্যানযোগে মূল বিষয় হল মনকে জয় করে আত্মার উপলব্ধি। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু যেমন মন, তেমনি নিয়ন্ত্রণহীন মনই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

মানুষের মন স্বভাবতই চঞ্চল। কখনও অতীতের স্মৃতিতে, কখনও ভবিষ্যতের চিন্তায়, কখনও কামনা-বাসনায়, কখনও ভয় বা লোভে সে ছুটে বেড়ায়। তাই মানুষ নিজের অন্তরের শান্তি অনুভব করতে পারে না। অথচ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বিরাজ করেন পরমাত্মার অংশ, সেই চেতাপুরুষ বা অন্তর্সত্তা। কিন্তু মন বাইরে ছুটে চলার কারণে সেই অন্তরের আলোর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে না।

শ্রী অরবিন্দের মতে, মনকে জোর করে দমন করা যায় না। তাকে বুদ্ধি, বিবেক, ধৈর্য ও নিয়মিত সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে অন্তরমুখী করতে হয়। যখনই মন বাইরের বিষয়ে ছুটে যায়, তখনই তাকে শান্তভাবে আবার নিজের অন্তরে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই অভ্যাসই ধ্যানের প্রকৃত ভিত্তি।

তিনি আরও বলেন, আত্মার কাছে পৌঁছানো মানে সংসার ত্যাগ করা নয়। বরং সংসারের মধ্যেই নিজের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। গীতা তাই কর্মযোগের শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ কর্ম করব, কিন্তু কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত হব না। প্রতিটি কাজ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করব। অফিস, ব্যবসা, সমাজসেবা, পরিবার; সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব, কিন্তু মনে অহংকার বা

স্বার্থপরতা রাখব না।

যখন মন ধীরে ধীরে আত্মার আলোর সংস্পর্শে আসে, তখন মানুষের মধ্যে এক অসাধারণ পরিবর্তন ঘটে। রাগ, হিংসা, লোভ, ভয়, অস্থিরতা কমতে থাকে। তার পরিবর্তে আসে শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি, সত্যনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব। তখন মানুষ সাধারণ মানবজীবন থেকে দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়। দেবত্ব বলতে অলৌকিক শক্তি নয়; বরং মানুষের মধ্যে ঈশ্বরীয় গুণের বিকাশ।

শ্রী অরবিন্দের ভাষায়, যোগের উদ্দেশ্য কেবল নিজের মুক্তি নয়, নিজের চেতনার পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতেও ঈশ্বরীয় চেতনার প্রকাশ ঘটানো। তাই তিনি ধ্যান, কর্ম ও ভক্তিকে আলাদা করেননি। এই তিনটির সমন্বয়েই মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

সহজ ভাষায় এর মূল শিক্ষা হলো--মন চঞ্চল, তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

বুদ্ধি, ধৈর্য ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে অন্তরমুখী করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে পরমাত্মার আলো বিরাজমান।

সংসার ছেড়ে নয়, সংসারের মধ্যেই নিষ্কামভাবে কর্তব্য পালন করতে হবে। কর্মের সঙ্গে ঈশ্বরস্মরণ ও ভক্তি যুক্ত থাকলে কর্মই সাধনায় পরিণত হয়।

মন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হলে মানুষের মধ্যে শান্তি, প্রেম, সত্য ও করুণার বিকাশ ঘটে; এটাই দেবত্বের পথে অগ্রসর হওয়া।

শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় আমাদের শেখায়; মনকে জয়

করাই প্রকৃত বিজয়। ধৈর্য, বিবেক, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম এবং ঈশ্বরভক্তির সমন্বয়ে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে পারে। তখন জীবন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য নয়, সমগ্র মানবকল্যাণের জন্য অর্থবহ হয়ে ওঠে।

শিলিগুড়ি খালপাড়ার অগ্রসেন ভবনে চলতে থাকা গীতা জ্ঞান প্রবাহের পঞ্চম দিনে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা মেলে ধরলেন হরিদ্বার থেকে আগত বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এবং রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এই গীতা জ্ঞান প্রবাহের আয়োজন করে। শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়, এই বিষয়ে আলোচনা চলে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকালে আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ এর প্রবচন শুরুর আগে বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা গভীর সব আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তুলে ধরেন। আর তার উত্তরও সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন আচার্য অখিলেশ্বরজী। প্রবচনের সঙ্গে ভজন কীর্তনের মাধ্যমে তিন চার ঘন্টা প্রতিদিন বিকালে কখন পার হয়ে যায় কেও টের পান না। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এবং তাদের অদিতি শক্তি পুঞ্জের মাতৃ শক্তি বাহিনী যেভাবে আন্তরিক ভাব সব অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, যেভাবে সেখানকার পরিবেশ ভক্তিরস এবং সৃজনশীলতায় ভরে ওঠে তা এককথায় অতুলনীয়। আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজও এই উদ্যোগের তারিফ করেন বারবার।

১৫ আগস্ট ২০২৬
স্বাধীনতা দিবসের
তাৎপর্য

বিকাশ দত্ত (জলপাইগুড়ি)



২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষ উদযাপন করবে। ১৯৪৭ সালের এই দিনেই দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ভারত ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই দিনটি শুধু একটি জাতীয় উৎসব নয়, বরং অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগ, সাহস এবং ঐক্যের স্মারক।

বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং সামাজিক নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যবোধ; ঐক্য, গণতন্ত্র, মানবিকতা ও সাংবিধানিক আদর্শকে আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।

তরুণ প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় দায়িত্ববোধ তুলে ধরা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক মুক্তির নাম নয়; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়, নারী-পুরুষের সমতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের মধ্য দিয়েও স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়িত হয়।

ধর্ম, ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যে শক্তি; এই চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা বহন করে স্বাধীনতা দিবস।

শ্রী অরবিন্দ একসময় বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের পথও উন্মুক্ত করবে। সেই ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত; একটি উন্নত, মানবিক, আত্মনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্ক ও মূল্যবোধসম্পন্ন ভারত গড়ে তোলা, যেখানে স্বাধীনতার সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছে যায়।

স্বাধীনতা দিবসের মূল বার্তা হতে পারে স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করি, ঐক্য, সত্যতা ও মানবিকতার শক্তিতে গড়ি উন্নত ভারত।

মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা

ড.অসমঞ্জ সরকার (অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)



২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল শেষ হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জন মোটেও সহজ ছিল না। পথ ছিল বন্ধুর, কন্ট্রাক্টর। অসংখ্য বীর শহীদের প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা। অহিংস আন্দোলন (যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধিজি) ও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারত-আকাশে উদ্ভিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীএর অবদান

অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। ১৯৪৩ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী পুনর্গঠিত হয়ে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের সেনাবাহিনী ঘোষিত হয়। আই.এন.এ.ব্রিটিশ ও কমনওয়েলথ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালায়। পরে ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশ অভিযান চালিয়ে তারা ব্যর্থ হন। যুদ্ধশেষে বাহিনীর বৃহত্তর অংশকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। তাদের মধ্যে কারোর কারোর বিচারও হয়। এই বিচার ঐতিহাসিক আই.এন.এ. ট্রায়াল বা রেড ফোর্ট ট্রায়াল নামে পরিচিত। ভারতবাসী এই বিচার মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনা শিবিরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৪৬ সাল। সেই সময় ভারতীয় নৌবাহিনী এর ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য, খারাপ কাজের পরিস্থিতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিনিধিত্বের অভাবে ক্রমশ অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং অবশেষে বিদ্রোহের আকার নেয়। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কঁপে ওঠে। ইংরেজরা বুঝতে পারে ভারতীয় সেনা দিয়ে ভারতকে আর শাসন করা যাবে না। এছাড়াও ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটেনের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনো রকম সাহায্যলাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের লেবার সরকার বুঝতে পারে যে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ও অর্থবল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তত বৃদ্ধি পায়। দাঙ্গা রোধে ব্রিটিশ বাহিনীর অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাতমাস এগিয়ে আনেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির তারিখ ১৫ আগস্ট দিনটিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ হিসাবে বেছে নেন। এদিন জাপানের সম্রাট মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেন। মিত্রশক্তির সূপ্রিম কম্যান্ডার ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের দিনটিকেই তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার দিন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

অবশেষে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। লক্ষাধিক মুসলমান, শিখ ও হিন্দু শরণার্থী রাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে নিরাপদ দেশে আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবে শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয় বাংলা ও বিহারেও দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় প্রচুর মানুষ প্রাণ হারান। ১৯৪৭ সালের মধ্য রাতে ১৫ আগস্ট সূচিত হলে জহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত নিয়তির সঙ্গে অভিসার অভিভাষণটি প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া; নিউজ বাংলা; আজাদ হিন্দ ফৌজ --উইকিপিডিয়া)

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

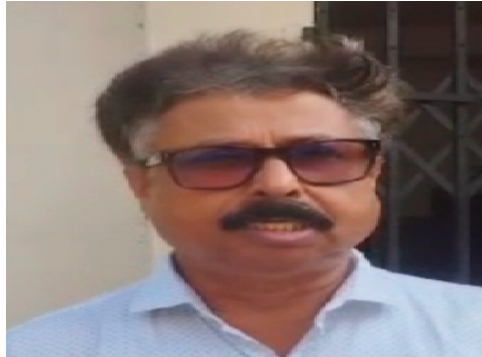
আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

অঙ্ককে আনন্দে শেখানোর মন্ত্রে আজও সক্রিয় স্বপনেন্দু নন্দী



নিজস্ব প্রতিবেদন
অবসর নিয়েছেন
অনেকদিন, কিন্তু থেমে
যায়নি তাঁর শিক্ষাদানের
পথচলা।

শ্রেণিকক্ষের গণ্ডি
পেরিয়ে আজও
শিশু-কিশোরদের কাছে
অঙ্ককে সহজ ও আনন্দময়
করে তুলতে ছুটে চলেছেন

তিনি। অঙ্ক শেখানোর তাঁর অভিনব পদ্ধতির গল্প শুনলে অবাক হতেই হয়।

শিলিগুড়ির সুকান্ত পল্লীর বাসিন্দা এবং হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী অবসর-পরবর্তী জীবনেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছেন। বিশেষ করে গণিতকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজ, বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় তিনি নিয়মিত আলোচনা ও ক্লাস পরিচালনা করছেন।

নিজের দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনের সঙ্গে অঙ্ককে যুক্ত করেই তিনি পড়াতে ভালোবাসতেন। বর্ষাকালে কাগজের নৌকা বানিয়ে নর্দমার জলে ভাসিয়ে তার গতিবেগ নির্ণয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক শেখানোর অভিনব পদ্ধতি ছিল তাঁর অন্যতম আকর্ষণ।

হাসিমুখে তিনি বলেন, অঙ্ক আর মাংস; দুটোই যত বেশি কষবে, ততই ভালো। তাঁর মতে, নিয়মিত অনুশীলন ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে গণিতের ভয় দূর করা সম্ভব।